ভোরের কাগজ

JAN. 22 2[illegible]

তারিখ .... পৃষ্ঠা 7 V কলাম ...৬......

তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে সরকারি সাংসদরা ক্ষুব্ধ

কাগজ প্রতিবেদক : তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে খোদ সরকারি দলের সাংসদরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। জাতীয় সংসদের গতকালের অধিবেশনে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তারা বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, বিভিন্ন শিক্ষক সমিতির সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে একতরফাভাবে চুক্তি লঙ্ঘনের সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত কোনো প্রভাব ফেলবে না।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৪ আগস্ট সরকারের সঙ্গে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণীপ্রাপ্তদেরকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না এবং এমপিওভুক্ত বিবেচিত হবেন না।

প্রশ্নোত্তর পর্বে এ প্রসঙ্গে সরকারি দলের সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাস তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হবে কি না জানতে চান। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সমিতির অনুরোধেই বিষয়টি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া যারা শিক্ষকতায় নিজেদের নিয়োজিত করবেন তাদের অবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

সরকারি দলের সাংসদ আব্দুল লতিফ মীর্জা সম্পূরক প্রশ্ন করার জন্য ফ্লোর নিয়ে বলেন, তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে আমলারা যদি চাকরি করতে পারেন, তাহলে শিক্ষকরা কী দোষ করলেন? তিনি তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকে এমপিওভুক্ত করার দাবি জানান।

সাংসদ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, আমাদেরকে নির্বাচিত এলাকায় যেতে হয়। শিক্ষকরা এ সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি নিয়ে আসেন। তাদের কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়।

শরীফ খসরুজ্জামান বলেন, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় এ নিয়ে আলোচিত হলে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা না করা হয় তাহলে আমাদের রাজনীতিতে এটা বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

এডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের নিয়োগ দেয় না, বিদ্যমান আইনে ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক নিয়োগ করে। তিনি বলেন, পল্লী অঞ্চলের শিক্ষকদের স্বার্থ বিবেচনা না করে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ রাজধানীতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বসে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

সাংসদদের এসব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, শিক্ষক সমিতিগুলো চাইলে সরকার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে সরকারের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সরকার এককভাবে কিছু করবে না।